ব্যক্তিগত আক্রমন এবং অশালীনতা প্রসঙ্গে

ফরিদ আহমেদ

ইদানিং বিভিন্ন ই-ফোরামগুলোতে কিছু কিছু লেখকের লেখাতে বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ভাবে অশালীন শব্দপ্রয়োগ করে ব্যক্তিগত আক্রমন করার প্রবনতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেকেরই সৃজনশীলতায় ব্যাপকভাবে ভাটা পড়েছে, তাই লেখার অন্য কোন উপাদানের অভাবে বাকী লেখকদেরকে গালমন্দ করাটাই একমাত্র কাজ হয়ে পড়েছে তাদের জন্য।

বছর পাঁচেক আগে দেশ ছেড়ে যখন ক্যানাডায় আসি তখনই ইন্টারনেটের সাথে প্রথম পরিচয় আমার। আমার জন্যে সে ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা । সামান্য একটা কম্প্যুটার যে সারা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারে সে সম্পর্কে এর আগে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না আমার। দেশে থাকতে ইন্টারনেট সম্পর্কে ভাসা ভাসা শুনেছি কিন্তু এই পর্যন্তই। সত্যিকার অর্থে এর যে কি ব্যাপক ক্ষমতা তা এখানে এসেই প্রথম উপলব্ধি করি আমি। ঘরের মধ্যে বসে থেকেই সামান্য একটি কিবোর্ড আর মাউজ দিয়ে পুরো বিশ্বজগতকে নিয়ে খেলা করা যায় এর মাধ্যমে। ব্যক্তিগত জীবনে আমি কিছুটা অসামাজিক ধরনের লোক। লোকজনের সাথে মেলামেশার চেয়ে আপন ভূবনে সময় কাটানোতেই বেশী পছন্দ আমার। আর এক্ষেত্রে ইন্টারনেটেরতো কোন জুড়ি নেই। কাজেই প্রথম পরিচয়েই এর সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাওয়াটায় আমার জন্যে ছিল অতি স্বাভাবিক ঘটনা। সারাদিনের একটা বিরাট অংশই আমি সঙ্গ দিয়ে থাকি আমার এই কোনরকম অনুযোগহীন, অভিমানবিহীন, নিস্বার্থ প্রেমিকাকে। এর সাথে খুনসুটি করেই সারাদিন কেটে যায় আমার।

ইন্টারনেটের বদৌলতেই সেই সময় আমার বিচরন শুরু হয় বাংলাদেশী বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনগুলোতে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুক্তমনা, ভিন্নমত এবং সদালাপ। এই সমস্ত ই-ফোরামেই প্রথম পরিচয় ঘটে কিছুসংখ্যক অসামান্য মেধাবী লেখকদের লেখার সাথে। ছকবাঁধা প্রথাবদ্ধ লেখা নয়, বরং সম্পুর্ন নতুন দৃষ্টিতে নতুন আঙ্গিকের লেখা। প্রচলিত চিন্তা চেতনার বাইরে গিয়ে যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বিষয়কে সম্পুর্ন অন্য দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা দেখে মুগ্ধ হয়েছি আমি। এদের মধ্যে অনেকেই আদর্শিক ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন সময় একে অন্যের সাথে জ্ঞানগর্ভ বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। তাতে করে আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধিতো হয়নি, বরং এই সমস্ত বিতর্কে সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের জ্ঞানের ভান্ডার এমনভাবে উজাড় করে দিয়েছেন যে আমরা শতহস্তে নিয়েও কুলাতে পারিনি। বিতর্ক করতে যেয়ে তারা কখনোই ভুলে যাননি যে এই বিতর্ক শুধুমাত্র কেতাবি বিতর্কই, কোন ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাটি না। কাজেই বিতর্কের মঞ্চে প্রবলভাবে একে অন্যের সাথে লড়াই করা সত্ত্বেও কখনোই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হারাননি তারা। পাঠক এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারেন মেজবাহউদ্দিন জহের এবং অভিজিৎ রায়ের বিতর্কের কথা। কি প্রচন্ড পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়েই না এই দুজন বিতর্কে মেতেছিলেন। যার সুফল পেয়েছিলাম আমরা সাধারণ পাঠকেরা। জ্ঞানসাধকেরা তাদের ক্ষুরধার যুক্তি, শানিত ভাষা প্রয়োগ এবং তথ্য উপাত্তের সমস্ত সম্ভার নিয়ে এসে প্রতিপক্ষের যুক্তির জবাব

দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গা জোয়ারী কোন প্রবনতা দেখা যায়নি কারো মধ্যে। ফলে, নির্মল, চিত্তাকর্ষক এবং রুচিশীল এই সমস্ত বিতর্ক পাঠক উপভোগ করেছে প্রাণভরে।

তবে ই-ফোরামগুলোর কর্মকান্ড সবসময়ই যে এরকম মিষ্টি মধুর ছিল তা কিন্তু নয়। কিছু লেখক শুরুর থেকেই চেষ্টা করে গেছেন সম্পুর্ন বিনা কারণে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করতে। কখনোবা পুরোপুরি অনাহুতভাবে গায়ে পড়ে বচসায়ও লিপ্ত হয়েছেন অন্য লেখকেদের সাথে। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধানো যাকে বলে আরকি। লেখকের বিষয়বস্তুকে যুক্তি তর্কের ধারালো তলোয়ার দিয়ে খন্ডন করতে না পেরে বেছে নিয়েছেন ব্যক্তিগত আক্রমন আর অশালীন ভাষার কুরুচিকর ভোতা হাতিয়ার। লেখার বিষয়বস্ত নয় বরং লেখকের প্রতিই ক্ষোভটা ঝেড়েছেন বেশী। এই সমস্ত গা জোয়ারী কুরুচির লেখকদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সেতারা হাশেম।

আমি প্রায় প্রথম থেকেই সেতারা হাশেমের লেখা পড়ে আসছি। অনেকের মতই আমিও বিস্মিত হয়েছি লেখিকার একাধারে মার্ক্সবাদ এবং ইসলামের প্রতি প্রবল আসক্তি দেখে। কারণ এই ধরনের দুটি প্রচন্ড বৈপরিত্যময় আদর্শের প্রতি সমানভাবে ভালবাসা থাকাটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। তবে বিস্মিত হওয়া পর্যন্তই, এর বাইরে আর কখনোই কিছু ভাবিনি এটা নিয়ে। এই পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মানুষ আছে, এদের মধ্যে কত জনেরইতো কত ধরনের বিশ্বাস আছে। কাজেই সেতারা হাশেমেরও একই সাথে মার্ক্সবাদী এবং ইসলামপন্থী হওয়ার মধ্যে আমি তেমন কোন অসুবিধা দেখিনি। তবে এই পর্যন্ত থাকলেই কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু দেখা গেলো সেতারা হাশেম তার চিন্তা চেতনার বাইরের লোকজন সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষন করেন না এবং সেটা প্রতি মুহুর্তে জানিয়ে দিতেও তিনি কার্পন্যবোধ করেন না। জানানোর ভাষার ক্ষেত্রেও খুব একটা শালীনতার ধার ধারতে তিনি পছন্দ করেন না। যাকে তাকে যখন তখন অজ্ঞ, ভন্ড, ছদ্ম-মানবতাবাদী বা মিথ্যাবাদী বলার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারঙ্গম। তার আক্রোশের হাত থেকে কোন কোন লেখকের নিরাপরাধ জনকও রেহাই পাননি। প্রথম দিকে কেউ কেউ এটা নিয়ে তার সাথে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন এবং মোটামুটি অর্থহীন বিতর্কেও লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু সেতারা হাশেমের গালমন্দ খেয়ে অচিরেই রণে ভঙ্গও দিয়েছেন প্রায় সকলেই। আসলে সুস্থ কোন রুচির ব্যক্তির পক্ষে এই ভদ্রমহিলার সাথে বিতর্ক চালিয়ে যাওয়া মোটামুটি বেশ কষ্টকরই। ফলে, পরবর্তীতে সবাই মুলতঃ চেষ্টা করেছে এই মহিলাকে যতখানি পারা যায় এড়িয়ে চলতে। এতে অবশ্য হিতে বিপরীতই হয়েছে। একের পর এক সেতারা হাশেম আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন একে ওকে ধরে কুতর্কে লিপ্ত হতে, কিন্তু না পেরে তার হতাশা এমনই চরম আকার ধারণ করেছে যে সবশেষে তিনি শালিনতার সমস্ত বাধ ভেঙ্গে দিয়ে ভিন্নমতের একজন সম্পাদক এবং মুক্তমনার একজন সম্মানীয় মডারেটর, যারা কিনা ভারতের নাগরিক তাদেরকে ইতর প্রাণী হিসাবে গালমন্দ করেছেন। তার এই নোংরামী নিয়ে যখন প্রবল প্রতিবাদ হচ্ছে ই-ফোরামগুলোতে তখন তিনি লজ্জিত হওয়াতো দুরের কথা বরং কেন তিনি তাদেরকে ইতর প্রাণী বলেছেন তাই নিয়ে সাফাই গেয়ে চলেছেন। আমি ভেবেছিলাম যে, লজ্জায় মুখে স্বীকার না করলেও অন্তরে হয়তো তিনি ঠিকই বিবেকের জ্বালায় জ্বলছেন। হায় হতস্মি, কোথায় কি, দিন যেতে না যেতেই তিনি তার আক্রমনের নতুন টার্গেট ঠিক করে ফেলেছেন। এবার তার লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন ডঃ জাফর উল্লাহ। আমি সাম্প্রতিক কালে কোথাও দেখিনি যে, ডঃ জাফর সেতারা হাশেমকে নিয়ে দু’ চারটে মন্দ কথা বলেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একতরফাভাবে সম্পুর্ন পরিকল্পিত উপায়ে সেতারা হাশেম ডঃ জাফরকে অপমান করার চেষ্টা করছেন। মনে হচ্ছে কাউকে অযথাই গালাগাল করা, কটুকথা শোনানো অথবা অপমান করতে না পারলে বোধহয় উনার পেটের ভাতই হজম হয় না।

আমার মাঝে মাঝেই বুঝতে খুবই অসুবিধা হয়, কেন একজন লেখক অন্য একজন লেখকের প্রতি প্রবল ঘৃনা নিয়ে খড়্গহস্ত হন। ইন্টারনেটে যারা লেখালেখি করেন অথবা যারা পাঠক তারা কিন্তু বেশীরভাগই কেউ কাউকে কখনো দেখেনি। আমার ধারণা ছিল মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলো যেমন, হিংসা, বিদ্বেষ বা ঈর্ষা সাধারণত তুলে রাখা হয় পরিচিত মানুষ জনের জন্য। অপরিচিত কারো প্রতি হিংসায় সাধারণত আমরা কাতর হইনা। তাহলে এই ক্ষেত্রে এরকম ব্যতিক্রম কেন?

ইন্টারনেটের অবারিত জালে যারা লেখালেখি করেন তাদের বেশিরভাগই অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত লোকজন। তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে ভদ্র, বিনম্র এবং রুচিশীল আচরন সেটায় স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে কিছু লোকের কাছ থেকে আমরা দেখছি আত্মম্ভরিতা, অন্যদের প্রতি নিদারুন তাচ্ছিল্য এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অতি নিম্নরুচিসম্পন্ন মানসিকতা। যেন তেন ভাবে অন্যকে অপমান করতে পারলেই পরম আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন তারা। কিছু তথাকথিত নামী দামী মানুষ শরীরের সভ্যতার সব বসন পরিত্যাগ করে লাজ শরম বাদ দিয়ে যেভাবে একে অন্যকে ক্যুৎসিতভাবে আক্রমন করছেন তাতে তারা হয়তো বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হচ্ছেন না, কিন্তু আমরা যারা সাধারণ পাঠক তারা তাদের এই বিবস্ত্র অবস্থা দেখে লজ্জায় কোথায় পালাবো ভেবে পাচ্ছি না।

এর থেকে পরিত্রানের একটা উপায় খুঁজে বের করা দরকার এখনই অতি জরুরী ভিত্তিতে। অন্যেরা কি করবেন জানি না তবে মুক্তমনার সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। এমনিতেই মুক্তমনা সবসময়ই এই সমস্ত কাদা ছোড়াছুড়ির বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়ে এসেছে। তবে বর্তমান উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুক্তমনার অবস্থান আরো কঠোরতর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমনাত্মক লেখাকেই আরো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করা হবে। মূল পাতা তো দুরের কথা এমনকি ফোরামেও স্বাগত জানানো হবে না এই সমস্ত লেখাকে। যত বড় রথি, মহারথির লেখাই হোক না কেন, শালীনতা এবং রুচিশীলতার সামান্যতম হের ফের হলেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে অনতিবিলম্বে। যত খুশি আদর্শের কট্টর বিরোধিতা করুন কোন আপত্তি নেই আমাদের। ব্যক্তিগত আক্রমন এবং শালীনতার সীমা যদি অতিক্রম করে না যায় তবে আমরা ছাপবো এইটুকু কথা দিতে পারি। কোন লেখার বিষয়বস্তু যদি আপনার পছন্দ না হয়, অথবা আপনি যদি ভাবেন আপনার আরো কিছু যোগ দেওয়ার সুযোগ আছে নির্দ্বিধায় অংশ নিন বিতর্কে। তবে সে বিতর্ক হতে হবে অবশ্যই শালীন এবং মার্জিত। আপনার অংশগ্রহনে হয়তো উপকৃত হতে পারে অগুনতি পাঠকসহ মূল লেখকও।

আন্তর্জালে সুস্থ, সুন্দর এবং রুচিশীল পরিবেশ গঠনে এটাই মুক্তমনার অঙ্গীকার।

উইন্ডজর, ক্যানাডা।
farid300@gmail.com